নারী ও পর্দা সম্পর্কে

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। (আহযাব ৫৯)

আলোচ্য আয়াত পর্দার হুকুম দিচ্ছে। অশ্লীল আধুনিকতার সম্মুখে কোরআনের এই হুকুম বিপরীত যাচ্ছে। তারা পর্দাকে স্বভাবজাত হিসেবে না দেখে এটাকে এক বেষ্টনী (উস্কানী) বলছে।

আধুনিক বিচারের বিপরীত, বিচারকে নিশ্চুপকারী সুপ্রীম কোর্টে লিখিত প্রতিরক্ষামূলক একটি অংশ আমি বিচারালয়ে বলি, ১৩৫০ বছরের মধ্যে এবং প্রত্যেক যুগে ৩৫০ মিলিয়ন মানুষের সামাজিক জীবনে সর্বোচ্চ পবিত্র,আসল ও হাকিকাতময় এক এলাহীর সংবিধান (কোরআন) ৩৫০ হাজার তাফসীরের সত্যায়নে এবং ঐক্যমতে বিবেচিতভাবে এবং ১৩৫০ বছর অতিবাহিতকারী আমাদের পূর্বপুরুষদের গত হওয়া আত্মবিশ্বাস অনুসারী হিসেবে কোরআনের এই বিপরীত সিদ্ধান্তকে অবৈধ এক সিদ্ধান্ত আধুনিক সভ্যতার ভোগবাদীদের বলাটা, অবশ্যই ভূ পৃষ্ঠের উপর যদি ন্যায়বিচার থাকে তাহলে ঐ ভোগবাদীদের বন্দিত্ত, অবৈধ বলা সিদ্ধান্তকে দুনিয়া প্রত্যাখ্যান এবং প্রত্যাহার করবে।

উত্তরঃ কোরআনে হাকিমের এই পর্দার হুকুম পূর্ণাঙ্গভাবে অতি স্বাভাবিক হওয়ায়, এবং আধুনিকতার বক্তব্য অস্বাভাবিক হওয়া বলার অনেক হিকমতসমূহের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র চারটি হিকমত বর্ণনা করব।

প্রথম হিকমতঃ পর্দা, মহিলাদের জন্যে প্রাকৃতিক এবং এটারই দাবী রাখে, কেননা মহীলারা সৃষ্টিগতভাবে দূর্বল ও ক্ষীণ হওয়ার কারণে, নিজেরা ও স্বীয় হায়াত থেকে বেশী সন্তানদেরে প্রতিপালনে ভালবাসে। এক পুরুষের প্রতিপালনায় ও তার সহযোগীতার মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিজেকে ভালবাসাতে ও বিতৃষ্ণা তৈরী না করতে ও পুরুষের জন্যে বোঝা না হতে যে প্রচেষ্টা রয়েছে এগুলোও এক স্বভাবজাত প্রবণতা। আবার মহিরাদের ১০ জনের মধ্যে ৬-৭ জন বৃদ্ধা, না হয় অমশৃণ যুবতী, এটা এমন যে, তারা তাদের বয়স্ক প্রভাব ও অসুন্দরতাকে সবাইতে তুলে ধরতে চায় না। না হয় পরশ্রীকাতর; নিজের থেকে সুন্দর যারা তাদের তুলনায় তাহাকে নিম্নগামী হওয়াটা ও চায় না এবং স্বামীর দৃষ্টিতে খেয়ানতের পাথেয় না হতে জন্ম ও প্রাকৃতিগতভাবে পর্দা কে গ্রহণ করতে চায়। এমন কি যদি লক্ষ করা হয়, সব চাইতে বেশী নিজেদের গোপন রাখে হচ্ছে বয়স্ক মহিলারা এবং দশজন মহিলা থেকে ২-৩ জন পাওয়া যাবে যে, যুবতী হোক বা সুন্দর কোন মেয়ে হোক নিজেকে নিজ থেকে প্রদর্শন করতে মোটেও বিরক্তবোধ করে না। জানা কথা যে, মানুষ অপছন্দনীয় থেকে বা বোঝা হয় এমন মানব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে প্রভাবিত হয়।

অবশ্যই খোলামেলা কাপড় পরিধানকারী সুন্দর কোন নারী মুহরিম নয় এমন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষনে সক্ষম হলেও এটা আবার দশজনের মধ্যে ২- ৩ জনের ক্ষেত্রে হয়, ভদ্র ও বেখেয়ালে দ্রুত পর্দাশীল হওয়ার কারণে বাহ্যিক প্রভাববিস্তারের কুলক্ষণ ও দৃষ্টিপাতের বিষাক্ত ছোবলের প্রতি অবশ্যই পর্দাশীল হয়ে নীজেকে লুকিয়ে রাখে।

এমনকি আমরা শুনছি যে, খোলামেলা কাপড়ের স্থান ইউরোপে অনেক অনেক মহিলারা এই মন্দ দৃষ্টিতে নীজেকে নিয়ন্ত্রণ করত; এই কু-দৃষ্টিপাতকারীরা আমাদেরকে অত্যাচার, ইভটিজিং করছে বলে পুলিশের কাছে আপত্তি দিয়েছে। অর্থাৎ আধুনিকায়নে পর্দা কাজটা ফিতরাতের পক্ষে,অবশ্যই বিপরীত নহে। তাই কোরআনের পর্দার হুকুমটা স্বভাবজাত হওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেক নারীকে স্নেহের পাত্রে রাখার, মূল্য প্রদান করার, চিরসঙ্গীময় বিবেচিত করার জন্যে পর্দার দ্বারা অবনতী থেকে, অপদস্থতা থেকে, গোলামী থেকে, দুর্দশা থেকে আধ্যাত্মিকভাবে রক্ষা করচ্ছে।

এমনকি মহিলাদের ; তাদের মধ্যে ও অপরিচিত কোন যুবকদের মুখোমুখী হওয়া থেকে এক ভয় ও শংকা কাজ করে, বিদ্যমান। আর এটা যদি ভয় হয়; তাহলে প্রাকৃতিকবাবেই পর্দার দাবী করা যুক্তিযুক্ত। কেননা-৮-৯ মিনিটের নিষিদ্ধ স্বাধ জোরালোভাবে যন্ত্রনা প্রদানকারী ৮-৯ মাস এর যন্ত্রনা যা একটি সন্তানকে বহন করার কষ্টের সাথে পৃষ্টপোষক বাবাহীনতার পাশাপাশি এক সন্তানের লালনপালনের ৮-৯ বছর ঐ ৮-৯ মিনিটের অবৈধ আনন্দের শাস্তি ভোগ করার সম্ভাবনা অনেক বেশী। অনেক ঘটনার সাক্ষীর রুপ হল যে, মহিলারা বে-গানা পুরুষের ক্ষেত্রে ভয় পায় এবং আন্তরিকভাবে জন্মগতভাবে নীজেকে গোপন রাখতে চায়। এবং পর্দার দ্বারা অপরিচিত পুরুষের খাহেশাতকে উস্কানি না দেওয়া এবং বাড়াবাড়ীতে (দর্শনে) সুযোগ না দিতে তাদের দূর্বলতা, প্রকৃতি, ভদ্রতা এমনটি হুকুম করে ও কঠোরভাবে সচেতন করে। এবং পর্দা নারীর স্বীয় অস্তীত্বে একটি বর্ম ও দুর্গ হওয়াটাও প্রমাণ করে ।

আমার শুনা থেকে বলছি। ক্ষেন্দ্রে ও বাজারের মধ্যে লোকালয়ের ভিতরে, দিনে দুপুরে, জনসম্মুখে, অতি সাধারণ একজন জুতা রংকারীর সামনে, দুনিয়ার দৃষ্টিতে বড় লেবেলের কোন ব্যক্তির নগ্নউরুময় স্ত্রীকে উৎপীড়িত অবস্থায় নিয়ে চলা ফেরা অপছন্দ করাটা হিজাব অপছন্দকারীদের গালে চড় মারার নামান্তর ও এটা হিজাবের পক্ষের দৃষ্টান্ত। ....

দ্বিতীয় হিকমতঃ নারী পুরুষের মধ্যে ভিত্তিগত ও কঠোরগত যে সম্পর্ক রয়েছে; তাহা ভালবাসা ও বন্ধন; যা কেবল দুনিয়ার হায়াতের প্রয়োজনাদীর ক্ষেত্রে কাজে আসছে না। অবশ্যই একজন নর ও নারী কেবল দুনিয়ার বিশেষ সম্পর্কেই জীবন সঙ্গী নহে। বরং চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যেও এক জীবনসঙ্গী। যেহেতু আবাদী হায়াতেও নারীর স্বামী জীবন সঙ্গী হবে, তাহলে অবশ্যই চিরকালীন বন্ধু ও সঙ্গী হওয়া এই স্বামীর অদৃষ্টিতে অন্যের সম্মুখে স্বীয় সৌন্দর্যতাকে প্রকাশ না করতে এবং অন্যকে তার প্রতি আকর্ষিত না করতে এবং অন্যকে নিজের প্রতি ধাবিতকারক লোভ লোলিত না করতে জরুরী হয়ে পরে। আর যেহেতু মু'মীন হওয়া স্বামী, ঈমানের জযবার কারণে, তাহার সাথে সম্বন্ধ দুনিয়ার হায়াতের সাথে আবদ্ধ এবং কেবল জৈবিক ও

সুন্দর্যের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ কোন ভালবাসা নহে, বরং চিরস্থায়ী দুনিয়ায় ও এক চিরসঙ্গীর পরখে মৌলিক ও আন্তরিক এক মুহাব্বতের সাথে এক মর্যাদার আসনে সমাসীন। এমনকি কেবল যৌবনে ও সুশ্রী হওয়ার সময়ের জন্যে নহে, বরং বয়স্ক ও কিছুটা সুশ্রীহীন,কুৎসিত সময়ের মধ্যেও ঐ একান্ত সম্মান ও প্রেম চলতে থাকে। অবশ্যই এর বিপরীত স্ত্রী ও তার স্বীয় রুপ-সুন্দর্যাবলীকে স্বামীর সম্মুখে বিশেষভাবে ও তার ভালবাসায় তাকে আনন্দ প্রদানের আফসোসের ব্যবস্থা থাকা তার মানবিক কর্তব্য। নতুবা খুবই কম লাভমান হবে। কিন্তু খুবই বেশী হারাবে।

ইসলামের বিদি মোতাবেক:

স্বামী স্ত্রী এর ক্ষেত্রে সমতা (কুফু) থাকা জরুরী। অর্থাৎ একে অপরের জন্য উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই সমকক্ষতা ও মিল হওয়াটা দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।

কতইনা সুখী এই স্বামী যে, দ্বীনদার স্ত্রী কে অনুসরণ করে এবং স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে চিরস্থায়ী ক্ষেত্রে না হারানোর জন্য অনুসরণে দ্বীনদার হয়।

কতইনা ভাগ্যবান ঐ মহিলা যে- স্বামীর ধার্মিকতায় লক্ষ করে “চিরকালের বন্ধুকে আমি হারাতে চাই না ফলে নিজে মুত্তাক্বি হয়।

ধ্বংস ঐ স্বামীর যে, সতী স্ত্রীলোক কে চিরকালের তরে হারাতে এমন মন্দ অশ্লীল কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

দুর্দশাগ্রস্থ ঐ স্ত্রী যে, স্বীয় মুত্তাকি স্বামীর অনুকরণ করে না। ঐ মুবারক বন্ধুকে সে হারায়।

হাজার হাজার লাঞ্ছনা ঐ স্বামী ও স্ত্রীলোকের প্রতি; যারা একে অন্যকে নিকৃষ্ট কর্মে ও চরিত্রহীনতায় অনুসরণ করে। একে অন্যকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে সাহায্য করছে।

তৃতীয় হিকমত = একটি পরিবারের সুখ ও স্বাচ্ছন্দতা; স্বামী ও সহধর্মিণীর মধ্যেকার এক বিশ্বাস ও জোরালো শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক ভালবাসার দ্বারা চলতে থাকে। পর্দাহীনতা ও নগ্ন পোষাক পরিচ্ছেদ এই আত্মাময় বিশ্বাসকে নষ্ট করে এবং ঐ পারস্পরিকতার সম্মান ও মুহাব্বতকে ও ভেঙ্গে ফেলে। কেননা, বেহায়াময় পোষাক পরিধানকারী দশজন মহিলা থেকে দূর্লভ একজনকে পাওয়া যাবে যে, স্বামীর চেয়ে অন্য কাউকে সুন্দর দেখেনা এবং ভালবাসা প্রদর্শন ও করে না। নয়জন কে পাওয়া যাবে স্বামীর থেকে সুন্দর কাউকে দৃষ্টিপাত করে ও ভালবাসে। আবার ২০ জন পুরুষের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর চেয়ে সুন্দর মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। আর এমন প্রেক্ষাপটে ঐ জোড়ালো ভালবাসা ও পরস্পর শ্রদ্ধা, চলে যাবার সাথে সাথে অতি বিশ্রী ও অতীব নোংরা এক অনুভূতিকে চালিয়ে দেওয়ার অবস্তার কারণ হতে বাদ্য। এমনটি যেন: মানুষ, পরিচিতগণের ন্যায় যাদেরকে বিয়ে করা যায় না তাদের সম্মুখীন হওয়াতে স্বভাবজাতভাবে খাহেশাতের দৃষ্টিতে থাকায় না। কেননা বিবাহ নিষিদ্ধ চেহারাবলীকে অনেক নিকট প্রিয় ও মুহরিম হওয়ার যে

শ্রদ্ধা ও বৈধ ভালবাসাকে (শরীয়ত সম্মত) অনুভব করার বিবেচনায়; নফসী ও খাহেশাতী রুচি ধাবিত হওয়ার মনোভাব ভেঙ্গে যায়।

কিন্তু যখন উরুর ন্যায় দেহের অংশকে খোলা রেখে পর্দাহীন ভাবে মুহরিমদের সম্মুখে প্রদর্শন যা কখনও জায়েয নহে, নফস এর দৃষ্টিতে এটার কু-মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার জন্যে কারণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। কেননা মুহরিম কাহারও চেহারা দেখার সাথে মুহরিম হওয়ায় খবর প্রকাশ পায় এবং যাহাকে বিয়ে করা জায়েয তার মত দেখায় না। কিন্তু সমস্যা হল উরুকে খোলা রেখে দাড়ানো ব্যাক্তি মুহরিম নহে এর ন্যায় আচরণ করার নামান্তর। আর এখানে মুহরিমের যে আলামাত রয়েছে তা না পাওয়ার কারণে জৈবিক কু-মনোভাব এক ধরনের সাধারণ মুহরিমদের ক্ষেত্রে উঠে আসা সম্ভব। আর এমনটি যখন বাস্তবতা তখন এটা মানবতার কেবল চরম অধপতনীয় নীরবতা নয় আরও ধ্বংসাত্মক যা দেহের পশমকে খাড়া করে দেয়।

চতুর্থ হিকমতঃ এটা সবার জানা যে, সবাই কামনা করে বংশ বিস্তার ঘটুক। এমন কোন জাতী বা সরকার নেই যে, প্রজন্মের বৃদ্ধিকরণের পক্ষে নেই। এমনকি নবীজি (স.) ফরমাইয়াছেন যে

(تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مُبَاهٍ بكم الأمم يوم القيامة) (কাসফুল-খাফা, আজলুনি ১০২১)

অর্থাৎঃ তোমরা বিয়ে কর এবং তোমরা বৃদ্ধি পাও, আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের বেশী হওয়া নিয়ে গর্ব করব।

অথচ পর্দাকে তুলে নেওয়া বিয়েকে কমিয়ে দিচ্ছে । কেননা, একজন গৃহহীন ও যুগের তালে মাতাল যুবক ও একজন জীবনসঙ্গী চায় যে, তার স্ত্রী হবে পূত-পবিত্র। তার ন্যায় চরিত্রহীন অর্থাৎ বেশী মর্ডাণ কোন নারীকে চায় না বলে অবিবাহিত থেকে যায়। হয়তু মন্দ কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে চলতে থাকে। মহিলারা ঐ রকম নয়, ঐ স্থরে নেমে যাওয়ায় (স্বীয় স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করা) তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা নারী পরিবার, পরিচারকার হায়াতের মাধ্যমে স্বামীর সকল সম্পদ, সন্তান সবকিছুর হেফাজতকারী হওয়ার ধরুণ তাদের একান্ত ভিত্তিগত চরিত্র হল সত্যবাদীতা, বিশ্বস্থতা যদি নগ্ন পরিধানী হয় তাহলে এই সত্যবাদীতা ভেঙ্গে যায়, স্বামীর দৃষ্টিতে আস্থাকে হারাতে যায়। এবং তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা যন্ত্রণার ফল বয়ে আনে। অথচ ছেলেদের মাঝে ২টি সুন্দর শক্তি রয়েছে ভীতিহীনতা এবং দানশীলতা এগুলো যদি মহিলাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে আস্থা ও সত্যবাদিতায় অনিষ্ট হওয়ার কারণে, তাহা মন্দ চরিত্রে বিবেচিত ও খারাপ খাছলত হিসেবে গুনা হয়। কিন্তু স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্ভরতা নহে বরং বন্ধু সুলভ আচরণ, অনুগ্রহী, ও শ্রদ্ধা প্রদান করা। ঐ কারণে পুরুষকে নারীর অদেখা হুকুমের তাবেদার করানো যায়। অন্য মহিলাকেও সে বিয়ে করতে পারে। আমাদের দেশকে ইউরোপের সহিত তুলনা করা ভূল। কেননা ওখানে দ্বিমুখীর ন্যায় নগ্নতার মধ্যখানেও শক্তভাবে সত্বীত্ব রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। সম্মানী কোন ব্যক্তি কাহারও স্ত্রীর দিকে মন্দ নিয়তে থাকানোটা প্রথমে কাফনের কাপড় গলায় গোছায় তারপর থাকায়। এবং ঠান্ডার দেশ হওয়া ইউরোপের মানবজীবন তাদের ন্যায় ঠান্ডা ও নিস্প্রান। আর এশিয়া অর্থাৎ ইসলামী দেশগুলো ওখানের বিবেচনায় গরমের দেশ। এটা সকলের জানা যে, ঐ ঠান্ডার দেশের মানুষের মধ্যে জৈবিক চাহিদাকে উত্তেজিত করতে এবং খাহেশাতের উদ্বূদ্যতার প্রতি আগ্রহী করার জন্য মেয়েদের নগ্নকাপড় পরিধান করানোর প্রবণতা, হয়তু তাদের প্রেক্ষাপটে খুবই অপব্যবহার ও অপচয়ের ও প্রজন্ম বিনষ্টের এবং জন্মশক্তির দূর্বলতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে

দাড়াবে। মাসে অথবা ২০ দিনে একবার জৈবিক চাহিদার বিপরীত প্রত্যেক কয়েক দিনের মধ্যভাগে নিজেকে অপচয়ের পাত্র হিসেবে বাদ্যগতভাবে ধারণ করে। ঐ সময় প্রত্যেক মাসে ১৫ দিনের ন্যায় হায়েজের মত (ঋতুস্রাবের ন্যায়) একান্ত জরুরতের মাধ্যমে নারী থেকে দূর থেকে বাদ্য হওয়ার ধরুন নফসের কাছে হেরে গিয়ে অশ্লীলতায় জড়িয়ে যায়। শহরবাসীরা' গ্রাম্যদের ও বেদুইনদের দেখে পর্দাকে উঠিয়ে দিতে চাইবে না। কেননা:- গ্রামীনদের ও বেদুইনদের মধ্যে জীবিকা নির্বাহের ব্যস্থতার সাথে ও শারীরিক পরিশ্রমের ও ক্লান্তির কারণে শহরবাসীদের বিবেচনায় দৃষ্টির আকর্ষন অল্প প্রকাশ পেলেও বা নারী দেহের অংশ বিশেষ শহরীদের ন্যায় উচুঁ না হওয়াতে নফসের খাহেশাতকে স্বভাবে উত্তেজিত করতে পারে না। এবং নিষ্কর্মা ও ভবগুরে লোক গ্রামে অল্প হওয়ার জন্যে শহরে জটিলতা ১০ ভাগের এক অংশও এখানে মিলে না। আর এমনটি হওয়ায় শহরকে গ্রামে ও ইউরোপকে আমাদের দেশের সাথে তুলনা করা যাবে না।

باسمه سبحانه

ঈমানওয়ালা আখেরাতের আত্মীয় হওয়া মহিলাদের দলের সাথে আমার

*** কথোপকথন***

অনেক প্রদেশ সমূহে নারীদের থেকে জোড়ালো ও একনিষ্টভাবে নূর জামাতের সাথে সম্পৃক্ততা দেখলাম এবং আমার সীমার চাইতে অনেক বেশী তাদের রিছালে নুরের দারস সমূহের প্রতি নির্ভরতা আমার জানার পরে পবিত্র শহর ইছপারতায় ও আধ্যাত্মিক মাদ্রাসাতুজ্জাহরায় ৩য় বার আসার কালে আমি শুনলাম যে, ঐ পবিত্র আখিরাতের আমার আত্মীয়গণ হওয়া নারীদের দল, আমার থেকে একটি দারস এর অপেক্ষায় অপেক্ষমান। এমনকি ওয়াজের ন্যায়, মসজিদ গুলোতে তাদের প্রতি আমার দরসের প্রস্তুতি ছিল। অথচ, আমি ৪-৫ টি কারণে অসুস্থ ও অনেক পেরেশান, এমনকি কথা বলতে ও চিন্তা করতে সামর্থ্যহীন হওয়ার অবস্থায়, আজ এই রাত্রে কঠোরভাবে এক সর্তকতার সাথে অন্তরে একটি বিষয়ের উদ্রেক হল যে, যেহেতু ১৫ বছর আগে যুবকদের সমবেত হওয়ার সাথে যুবকদের গাইডলাইন (পথ নির্দেশনা) তাদের জন্যে লিখেছি এবং অনেক অনেক ফায়দাও হয়েছিল। এখন মহিলাদের দলকে, যুবকদের চেয়ে অনেক বেশী এই যুগে ঐ রকম একটি পথ নির্দেশনার প্রতি তাহারা মুখাপেক্ষী আমিও এই সতর্কতার সম্মুখে পেরেশানীও দুর্বলতা এবং অসহায়ত্বের সাথে বরাবর "তিনটি নুকতা" এর সাথে অতি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু জরুরী আংশসমূহ ঐ পবিত্র আত্মীয়দের (নারীদের) কে ও আধ্যাত্মিক আমার সন্তানদেরকে বর্ণনা করছি।

প্রথম নুকতাঃ রিছালে নুরের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিসমূহের মধ্যে একটি হল শাফক্বাত (সহানুভূতি)। আর তাদের মাঝে এই ভিত্তি হওয়াতে মহিলাদের দল তারা করুণায় ত্যাগী হওয়ার ধরুন তারা আরও বেশী রিছালে নুরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এই প্রকৃতির সম্বন্ধ সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। এই সহানুভূতির প্রতি উৎসর্গতা, আসল আত্মশুদ্ধিতা ও প্রতিদানহীন করুণাময় হওয়ার বাস্তবতার কারণে এখন এমন সহানুভূতিশীলতা এই যুগে এই মাহাত্মতা বর্ননা করে। হাঁ, এক মা তার সন্তানকে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে কোন প্রকার মূল্য না চেয়ে স্বীয় জীবনকে ত্যাগ করার ও মৌলিক এবং এখলাছের সাথে ফিতরী ওযীফা (স্বভাবসুলভ দায়িত্ব) এর বিবেচনায় নিজেকে স্বীয় সন্তানের জন্যে কুরবান (উৎসর্গ) করতে পারাটা স্পষ্ট প্রদর্শন করচ্ছে যে, নারীদের মাঝে অতি উচ্ছমানের এক আত্মত্যাগী ক্ষমতা রয়েছে। এই বীরত্বের

প্রকাশের দ্বারা যেমন তারা দুনিয়ার হায়াতকে তেমনী চিরস্থায়ী হায়াতকে এর দ্বারা রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু কিছু অনিষ্ট স্রোতের কারণে, ঐ শক্তিশালি ও মূল্যবান যোগ্যতা ফুটে ওঠে না। নতুবা এই স্বার্থের মন্দ ব্যবহার করা হয়। শত শত নমুনা সমূহ থেকে ছোট্ট একটি উদাহরণ হল এই যে,

ঐ সহানুভূতিশীল মা, স্বীয় সন্তানকে দুনিয়ার হায়াতে খারাপ পরিস্থিতিতে না পড়ার জন্যে লাভবান ও উপরকার দেখাতে বাচ্ছার জন্যে সকল প্রকার ত্যাগকে উৎসর্গ করতে রাজি হয়। তাহাকে ঐভাবে লালনপালন করে। "আমার বাচ্ছা পাশা (তার্কিশ উপাদী) হোক" এমনটি বলে সমস্ত মাল সম্পদ দিয়ে দেয়; হাফিজী, পড়তেছে এমন বাচ্ছাকে তার শিক্ষাস্থল থেকে এনে, ইউরোপে পাঠায়। কিন্তু ঐ বাচ্ছাটার চিরস্থায়ী জিন্দেগী যে ভয়ংকর রুপের দিকে যাচ্ছে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না। দুনিয়ার জেলখানা থেকে তাহাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। অথচ জাহান্নামের জেলখানার মধ্যে প্রবেশ করাটাকে দৃষ্টিপাত করছে না।

ফিতরাতী সহানুভূতির ঠিক বিপরীত হওয়া ঐ নিষ্পাপ শিশুকে যে আখেরাতের সুপারিশকারী হচ্ছে না বিপরীত আচরণ করছে। এই বাচ্ছা, আমার ঈমানের হেফাজত না করে কেন আমাকে ইউরপে বা আল্লাহ্‌র পথে না দিয়ে আমার জন্যে এই ধ্বংসশীলতার কারণ তৈরী করলে? এভাবে বলে বলে আপত্তি তুলবে। দুনিয়াতে ও ইসলামী মৌলিক শিক্ষা পূর্ণাঙ্গভাবে না দেওয়ার কারণে মায়ের চমৎকার সহানুভূতির অধিকারের সম্মুখে প্রতিচ্ছবি হয়তু হবে না। বরং হয়তু অনেক ভুলভ্রান্তি হতে পারে। যদি হাকিকি দয়ার ক্ষেত্রে মন্দ ব্যবহার না করে, যদি বেচারী মা চিরকালের জাহান্নাম থেকে ও চিরস্থায়ী জীবনে না হারানো সন্তানকে পথভ্রষ্টার মধ্যে ছেড়ে না দিয়ে, রক্ষা করার কাজে সহানুভূতী প্রকাশ করে, তখন ঐ সন্তানের কৃত সমস্ত উত্তম কর্মের সমমান অংশ মায়ের আমলের খাতায় লিখা হওয়ার ন্যায়, মা মৃত্যুর পর সব সময় উত্তম কৃতকর্মের প্রতিস্ফল নুরের ন্যায় আলোকিত হয়ে পরকালেরও অভিযোগী নয় বরং সমস্ত প্রাণের জন্যে সুপারিশকারী হিসেবে বিবেচিত হয়ে চিরকালীন ঐ হায়াতে মায়ের জন্য মূল্যবান এক সন্তানে পরিণত হবে।

হাঁ মানুষের সর্ব প্রথম উস্তাদ ও প্রভাবকারী শিক্ষক হল তার মা, আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মজবুত ও সর্বদা অনুধাবন করেছি এই কথার মর্ম এখন বর্ণনা করছি।

আমি এই ৮০ বছর বয়সের মধ্যে ৮১ হাজার সত্বাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করার অবস্থায় আমি কশম করে বলছি যে, সবচেয়ে তাত্ত্বিক ও মাহাত্মপূর্ণ জ্ঞান আমি আমার মায়ের থেকে পেয়েছি, যার জ্ঞান আমাকে সর্বদা সতেজ করার ন্যায় এমন আদেশ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল যে, ঐ দরদগুলো আমার প্রকৃতিতে ও জীবনচলন চারিত্রিক দর্শনে যা বৃক্ষের বিচির ন্যায় যেন তাহা বপন করেছিল। অন্যান্য সকল আলো, দরদসমূহ ঐ বীজের উপর ভিত্তি স্থাপন করেছে এই অনুভূতি হুবহু আমি দেখছি। অর্থাৎ এক বছর বয়সের আমার স্বভাবজাত হায়াত ও রুহ, মরহুম আম্মাজনের দারস ও উপদেশাবলী এখন এই ৮০ বছরের বয়সে লক্ষ্য করা বড় বড় বাস্তবতা সমূহের মধ্যে যেন একেকটি ভিত্তিময় বীজ হিসেবে স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি।

মোদ্দাকথা, আমার পথ ও বুঝের চারটি মূলনীতির একটি হল সহানুভূতিশীল হওয়া এবং রিছালে নুরের ও সর্বোচ্চ হাকিকাতের মধ্য থেকে হওয়া হাকিকাত হল দয়া ও অনুগ্রহতা। ঐ মায়ের করুণাময় কাজ ও অবস্থা থেকে ও তার থেকে অধ্যাত্মিক উপদেশাবলী যা আমি পেয়েছি তা স্পষ্টত এখন দেখতে পাচ্ছি। হাঁ, এই হাকীকী এখলাছের সাথে হাকীকী এক ত্যাগ বহনকারী মাতৃত্ব সহানুভূতির মন্দ পথে ব্যবহার করে নিষ্পাপ

শিশুর চেহারাকে পরিবর্তন করা এবং এই ভিত্তির উপর তাহাকে কি সহানুভূতি দেখানো হল ঐ করুণার অপব্যবহার ছাড়া কিছুই নহে।

হাঁ, নারীদের করুণার দৃষ্টিতে এই সাহসীকতা সমূহের কোনটাই মূল্য ও প্রতিদান না চেয়ে কোন প্রকার ব্যক্তিগত সুবিধা, কোনটাই এমন অর্থ না হয়ে (স্বার্থে) তাদের রুহকে বিসর্জন দেওয়াটা ঐ নমুনার ন্যায় যা একটি মুরগী শিংহের থাবা থেকে বাচ্ছাদের রক্ষা করতে যেমন নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে।

এখন কথা হল ইসলামী রীতিনীতি থেকে ও আখেরাতের কার্যক্রম থেকে সর্বোচ্চ মূল্যবান ও একান্ত প্রয়োজনীয় ভিত্তি হল "এখলাছ" আর এই জাতীয় সহানুভূতিশীল বড় মাপের কর্তার ক্ষেত্রে এই এখলাছের মূল তাৎপর্য ও বাস্তবতা পাওয়া যায়।

যদি এ দুটি নুকতা (শাফক্বাত ও এখলাছ) ঐ মুবারক মায়ের জাতীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; তাহলে ইসলামের দফতর সমূহের জন্যে অনেক বড় রকমের প্রশান্তির মাধ্যম হবে। বলা-বাহুল্য, পুরুষের মোজাহিদী কিন্তু প্রতিদান ছাড়া অসম্ভব। হয়তু শতখানেক দিক থেকে প্রতিদান চাইতে থাকে। কিছুই যদি প্রতিষ্ঠানে না পায় কমপক্ষে শান-মান না হয় চায়। কিন্তু দুর্ভ্যগ্যবশত: বেচারী নারীর দল জালিম পুরুষদের কুকর্ম থেকে এবং মাতব্বরী থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে অন্য এক ধাপে, নিজের দূর্বলতা ও দূর্দশা থেকে আগত অন্য এক রকমের লোক দেখানো কর্মে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় নুকতাঃ এ বছর একাকীত্ব অবস্থানকালে এবং সামাজিক হায়াত থেকে গুটিয়ে নেওয়ার অবস্থায় বেশ কিছু নূর ছাত্রগণের ও ছাত্রীগণের খাতীরে দুনিয়ার প্রতি থাকালাম। আমার সাথে সাক্ষাৎকৃত বেশির ভাগই বন্ধুদের স্বীয় পরিবার সম্পর্কে তাদের অভিযোগ শুনলাম "আহ" শব্দ উচ্ছারণ করলাম। "মানুষের বিশেষত; মুসলমানের আশ্রয়স্থল ও এক প্রকার জান্নাত ও ছোট এক দুনিয়া হল পরিবারিক জীবন। এটাও নষ্ট করতে শুরু হয়ে গেছে আমি বলিলাম। কারণ কি হতে পারে গবেষণা করলাম এবং জানলাম যে, যেভাবেই হোক ইসলামের সামাজিক জীবনকে ও একি কারণে দ্বীনে-ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্যে যুবকদের ইসলামী রাস্তা থেকে বের করা ও যৌবনের তাড়নার মাধ্যমে অশ্লীলতায় আগ্রহী করে তুলার জন্যে এক দুটি দল কাজ করে যাচ্ছিল। একিভাবে ও বেচারী মেয়েলোকের দূর্বল অবহেলিত অংশকেও খারাপ রাস্তায় লেলিয়ে দেবার জন্যে এক দুটি দলের প্রভাবকারী আকৃতি পর্দার ভিতরে থেকে কাজ করে যাচ্ছে অনুভব করলাম। এবং জানলাম যে, এই জাতীর ধর্মীয় অনুভূতিতে ঐ দিক থেকে শক্তভাবে আঘাত আসছে। তাই আমি ও আপনারা নারীদেরকে ও যুবক-যুবতী আমার দ্বীনি ছাত্রদেরকে, সন্তানদেরকে মজবুত ভাবে বলছি যে, মহিলাদের আখেরাতের চির সুখের ন্যায়, দুনিয়ার সুখও এমনকি স্বভাবসুলভ সকল উন্নতমানের চরিত্র আচরণও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার একমাত্র পথ হল ইসলামী নিয়মনীতির দ্বীনদারী, শিক্ষাদীক্ষার বাস্তবায়ন করা ।-----

রাশিয়ায় ঐ বেচারী নারীদের কি অবস্থা বিশেষত; দেখতেই পাচ্ছেন। রিছালে নূরের একটি অংশে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধিমান কোন মানুষ, স্বীয় জীবনসঙ্গীকে ৫, ১০ বছরের ক্ষণস্থায়ী ও দৃশ্যত সুন্দর্যতার উপর নির্ভর করত, ভালোবাসে না। বরং মেয়েলোকের সৌন্দর্যের একান্ত মাদুর্যময় ও স্থায়ীত্ব তার সৌহার্দ্যপূর্ণ সহানুভূতি ও মেয়েলিতে বিদ্যমান কোমল চরিত্রময় মমতার প্রতি তার স্থায়ীত্ব ভিত্তি হওয়া জরুরী, যাহাতে মহিলা যখন

বৃদ্ধ বয়সে পৌছাবে স্বামীর ভালবাসা যেন তার প্রতি চলতে থাকে। কেননা তার বন্ধন কেবল এই সাময়িক দুনিয়ার জীবনের সহিত সহযোগিতা স্বরূপ নহে। বরং পরকালীন চিরস্থায়ী হওয়াতেও স্নেহময় এক জীবনসঙ্গী হওয়ার তরে বায়োজ্যোষ্ট সময়কালে আরো ও অনেকবেশী সম্মান ও অনুগ্রহতার সাথে একে অপরকে ভালবাসার নিবেদন জরুরী হয়ে পরে। এখনকার এই আধুনিকতার নিয়মনীতি পর্দার গুপন প্রাণীসুলভ শিক্ষা যা সাময়িক জৈবিক সম্পর্ক তৈরির পর চিরস্থায়ী সুখের বিপরীত হওয়ায় ঐ পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

ঐ লোকটাই তো বীর যে চিরস্থায়ী বন্ধনকে না হারানোর জন্যে, পবিত্র স্ত্রীর অনুসরণ করে। সেও বিশুদ্ধ হয়।

ঐ মহিলাটাই তো সুখী যে, স্বীয় স্বামীকে ধার্মিক দেখেও চিরস্থায়ী বন্ধুকে না হারানোর জন্যে সেও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনদার হয়। দুনিয়ার সুখের সাথে আখেরাতের সুখকে লাভ করে।

দুর্ভাগ্যতো সেই লোকটির যে, অশ্লীলতায় প্রবেশকারী স্ত্রীকে অনুসরণ করে, বিরত রাখতে কাজ না করে সেও মন্দ কাজে জড়িত হয়।

দূর্ভাগা ঐ নারী যে, স্বীয় স্বামীর কুকর্মে থাকা অবস্থায় আরও ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে তাকে অনুসরণ করে।

ধ্বংস ঐ স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি যারা; একে অপরকে আগুনে নিক্ষেপ করতে সহযোগিতা করে। অর্থাৎ আধুনিকতার নোংরামীতে একে অন্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

যাই হোক, রিছালে নুরের এই আকৃষ্টকারী বাক্যাবলীর অর্থ হল এই যে এই যুগে পারিবারিক জীবনের; ও দুনিয়াবি ও আখেরাতের সুখ শান্তির এবং মেয়েলোকদের মধ্যে উচ্চ লেবেলের মহৎ গুণাবলীর আত্মপ্রকাশের কারণ হল- কেবল মাত্র শরীয়তের ইসলামী আদব আখলাকের মাধ্যমে বিস্তার যা অন্য কোথাও নেই। আর এখন পারিবারিক হায়াতের মধ্যে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ নুকতা হল এটা যে, যদি মহিলা তার স্বামীর মধ্যে কু-প্রভৃতিমূলক কিছু বা অবিস্বস্থময় কিছু দেখে, এটা ও যদি হয় যে, স্বামীর একমোখী প্রবণতায় স্ত্রীর পারিবারিক দায়িত্বের অংশ বিশ্বস্থতা ও বিশ্বাস যদি নষ্ট হয়, তাহলে যেভাবে সেনাবাহিনীর অনুকরণীয়তা নষ্ট হয় তার ন্যায় ঐ পরিবারের সচল থাকার কারখানাটি ও বিধ্বস্থ হবে। হয়তো এই মহিলা, ক্ষমতা অনুযায়ী স্বীয় স্বামীর, ত্রুটিগুলোকে শুদ্ধ করতে চেষ্টা চলিয়ে যাওয়া উচিৎ যে, চিরস্থায়ী এই বন্ধুকে যেন রক্ষা করতে পারে। নতুবা এই মহিলাও যদি তার স্বামীর মন্দতার ন্যায় খোলামেলা পোষাকে লোক দেখিয়ে নিজেকে বেপর্দা থাকার ক্ষেত্রে যদি পছন্দ করে, তাহলে সর্বদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা আসল সত্যবাদিতা যে ছেড়ে দিল সে দুনিয়াতেও এর প্রতিদান পায়। তাইতো নারী পরপুরুষের দৃষ্টিপাত থেকে স্বভাবগতভাবে ভয় পায়, বিরক্তবোধ করে, পাশ কাঠিয়ে যায়। পরপুরুষ বিশজনের মধ্যে ১৮ জনকে বোঝা মনে করে। যদি পুরুষের ক্ষেত্রে চিন্তা কর, দেখবে একশতজন পর-নারী থেকে সে একজন কে বোঝা (মন্দ) মনে করবে। দৃষ্টিপাত থেকে বিরক্তবোধ করে। এই ক্ষেত্রে মহিলা যেমনটি শাস্তি ভোগ করবে তেমনি সত্যবাদিতার ও অভাবে দূষিত হয়; আর এটা হল দূর্বলতার সাথে বরাবর তার অধিকারও রক্ষা করতে পারে না।

উপসংহারঃ যেমনটি নারীরা বীরত্বে, একনিষ্টতায়, সহানুভূতিশীলতার বিবেচনায় পুরুষের মত না হওয়ার ন্যায় পুরুষরা ও ঐ বীরত্বে তাদের ধারে কাছেও নহে। যেহেতু বাস্তবতা এমনটি; তাই ঐ নিস্পাপ নারীরাও পুরুষের ন্যায় কু-প্রবৃত্তিতে, লালশায় এক হতে পারে না। এই জন্যে স্বভাবগতভাবেও দূর্বল সৃষ্টির কারণে

পরপুরুষদের থেকে শক্তভাবে দূরে থাকে এবং পর্দার ভিতরে নিজেকে লুকিয়ে রাখা বাদ্যগত বিষয় হিসেবে মনে করে। কেননা কোন পুরুষ আট মিনিটের হিসাবের ন্যায় মন্দ কাজে যদি লিপ্ত হয় খুব বেশী হলে ৮ লিরার (টাকার) মত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু মহিলা এই অবৈধ ৮ মিনিটের ব্যভিচারে লিপ্ত হলে দুনিয়াতে ও ৮ মাস এই ভারী বোঝা বহন করতে হবে পেটের মধ্যে শাস্তিস্বরূপ এবং ৮ বছর যাবৎ ও ঐ বাবাহীন শিশুর লালনপালনের কষ্টের মধ্যে প্রবেশ করার কারণে পুরুষের ন্যায় লোভ লালসায় সম্মানের না হয়ে একশত গুণ বেশি শাস্তি ভোগ করে। অল্প নহে এমন রকমারী ঘটনাবলী আমাদের প্রদর্শন করছে যে, পবিত্র এই নারী জাতি জন্মগতভাবে উচ্চমানের চরিত্রের অধিকারী হওয়ার ন্যায় গুনাহ ও অশ্লীল দুনিয়ার এই আবেগী আনন্দের জন্যে তাদের রুচি যেন নাই এমন প্রেক্ষাপটে তারা জীবনযাপনী। অর্থাৎ তারা ইসলামী নীতিমালার মধ্যে সুখী পরিবার জীবনযাপনের জন্যে বিশেষ এক প্রকার মাখলুক। এই পবিত্র জাতিকে নষ্টকারী সংস্থা সমূহ নিপাত যাক, ধ্বংস হোক। আল্লাহ এই পবিত্র নারীজাতিকে ঐ ভাগুরে অনিষ্টকারী চরিত্রহীনদের থেকে হেফাজত করুন----আমিন।

আমার প্রিয় মায়ের জাতীরা একজন পর পুরুষ হিসেবে আপনাদেরকে এই কথা বলছি যে; খাবারের জন্যে, অনিষ্টকারী, চরিত্রহীন, খোলামেলা, নেশায় আগ্রহী স্বামী নামের ব্যক্তির নিয়ন্ত্রনে যদি আপনারা প্রবেশ না করে থাকেন, তাহলে আপনাদের প্রকৃতিক ক্ষমতা মিতব্যয়ীতা ও অল্পতুষ্টির সাথে, গ্রামীন নিষ্পাপ নারীদের ন্যায় যারা নিজের খরচাদি বের করেন ঐ কর্মপন্থার পদ্ধতিতে আপনারাও নিজে কাজ চালিয়ে যান, পশ্চিমাদের দেখে নিজেকে বিক্রির কাজ করবেন না। এমনকি দূভার্গ্যবশত অনুপযোগী এমন স্বামী যদি কিসমতে জুটেই যায়, স্বীয় ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং অল্পতুষ্টি নামীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করুন। ইনশা-আল্লাহ, আপনাদের সন্তুষ্টি ও অল্পতুষ্টিতার সাথে স্বামীও শুদ্ধ হয়ে যাবে। নতুবা এখন শুনার ন্যায় আদালতে গিয়ে তালাকের জন্যে আবেদন করতে পারবেন---- এটাও তো ইসলামী কৃষ্টিকালচারে ও আমাদের জাতিগত ব্যবহারের সাথে মোটেই মানানসই নহে।

তৃতীয় নুকতাঃ আমার প্রিয় মা ও বোনেরা, নিঃসন্দেহে জেনে রাখুন যে, শরীয়তের সীমানার বাহিরে অবৈধ সুখ, স্বাদসমূহের মধ্যে; দশগুন বেশী তার মধ্যে কষ্ট ও ক্লেশসমূহ বিদ্যমান যা রিছালে নুর শতশত মজবুত প্রমানসহ, ঘটনাবলীর সাথে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। আরও বেশী লম্বাচুরা ব্যাখ্যার জন্যে রিছালে নুরকে অনুসরণ করতে পারেন।

মোদ্দাকথা = ছোট ছোট কালেমাসমূহ থেকে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম কালেমা সমূহ ও যুবকদের পথ নির্দেশনা নামক কিতাব আমার থেকে তোমাদেরকে এই বিষয়ের বাস্তবতা ভাল করে বুঝাতে পারবে। এই জন্যে শরীয়ত সম্মত জীবনকে যথেষ্ট মনে করো এবং অল্প তুষ্টিতে শক্তি অর্জন করো। তোমাদের পরিবারে নিষ্পাপ শিশুরা ও তাদের সাথে মজাকরণ শত শত সিনেমা থেকে অনেক বেশি মজাদার, শান্তির এবং অসাধ্যভাবে জেনে রাখুন যে, এই দুনিয়ার হায়াতের মধ্যে আসল স্বাদ ঈমানের আশেপাশে ও এহছানের মধ্যে। এবং সৎকর্মকান্ডের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি শান্তি রয়েছে। এবং অবিচারের মধ্যে এই দুনিয়াতে ও বিদ্যমান অনেক কষ্ট যন্ত্রণা ক্লেশ রয়েছে যা রিছালে নুর মজবুত দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছে। সাধারণত ঈমানের মধ্যে এক জান্নাতের বীজ ও গোমরাহীতে ও অশ্লীলতায় একটি জাহান্নামের বিচি পাওয়া যায়। আমি এগুলো স্বয়ং নিজে দেখেছি ও ঘটনাবলীর দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে সাক্ষী রয়েছি । এবং রিছালে নুরের মধ্যে এই বাস্তবতা বারংবার লিখা হয়েছে। খুবই কঠোর প্রাকৃতিবাদী (দার্শনিক) আপত্তি উত্তোলনকারীদের হাতের ভিতরে প্রবেশ করতঃ

এমনকি সরকারি কর্মকর্তা ও বিচারালয়ও আমার ব্যাখ্যা ও হাকিকাত সমূহের বিরোধিতা করে কোন অনিশ্চতা করতে পারে নাই। এখন আপনাদের ন্যায় পবিত্র বোনদেরকে এবং আমার সন্তানের ন্যায় ছোটদেরকে পর্দার হাকিকাত নিয়ে আপনাদেরকে আমার প্রথমোল্লেখীত পর্দার রিছালে ও যুবকদের নির্দেশনা ও ছোট কালেমাসমূহ দরস দিতে পারে। (ঐ রিছালেগুলো পড়বেন)।

আমি শুনলাম যে, আমি দরস প্রদান করব বলে আপনারা মসজিদ আশাবাদী রয়েছেন। কিন্তু আমি পেরেশোনীর সাথে বরাবার অসুস্থতা ও অনেক কারণসমূহের জন্যে, এই মসজিদের দরসে আসতে পারচ্ছিনা। আমি ও আপনাদের জন্যে লিখিত এই দরসকে গঠনকারী ও গ্রহনকারী সমস্ত মা বোনদের প্রতি সমস্ত আধ্যাত্মিক অর্জন ও দোয়া সমূহে নুর ছাত্রদের ন্যায় আপনাদেরকে দাখিল করতে সিদ্ধান্ত নিলাম। যদি আপনারা আমার পরিবর্তে রিছালে নুরকে হাতে নিয়ে পড়েন ও শ্রবণ করেন তাহলে ঐ সময় আমার নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত নুর তালাবা ও তাদের অর্জিত আধ্যাত্মিক অবস্থান ও দোয়ায় শরিক হতে পারবেন।

আমি আরও বেশী লিখতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু অনেক অসুস্থতা, দুর্বলতা, বয়স্ক চাপ ও তাছহিহাত (ভূল সংশোধন) এর ন্যায় অনেক কাজ হাতে থাকায় আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট হিসেবে লিখলাম।

রেফঃ লাম'আলার ১৯৫